খণ্ড ১৩, সংখ্যা ১৫
Vol. 13, No. 15

ভাবনগর
BHĀBANAGARA

জুন ২০২১
June 2021

আমি সত্য: লালন ও হাল্লাজ

কিথ ই. কান্তু

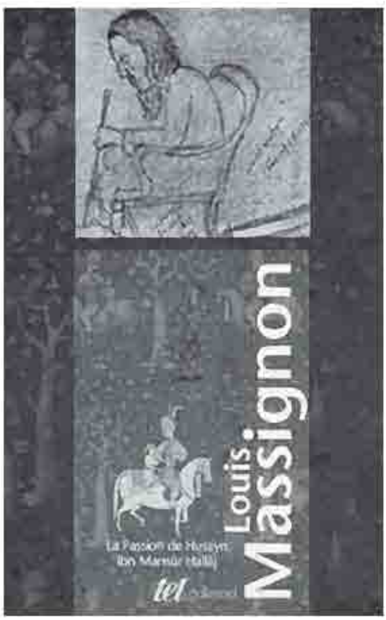

লালন সাঁইয়ের প্রতিকৃতি ও ফরাসি ভাষায় মাসিনিওঁ রচিত মনসুর হাল্লাজ বিষয়ক গ্রন্থের প্রচ্ছদ

I am the Truth: Lalon and Hallaj

Keith E. Cantú

Abstract

This article, adapted and expanded from the author's MA thesis, treats the mention of Mansur al-Hallaj's name and story of declaring "I am the Truth" (ami satya) in the songs of Fakir Lalon Sai (d. 1899). The article starts with a survey of some of the principle scholarship on Hallaj in English and French, and then builds on this scholarship to also analyze the way Mansur al-Hallaj's life and legend of martyrdom was integrated into a Bengali folk tradition like the Baul Fakirs of Bengal. Translations of two of Lalon's songs, one translation by Carol Salomon and one by Keith Cantú, are included alongside the original text, and special attention is given to privileging of esoteric (batin) hermeneutics in Lalon's songs. The article closes with some brief consideration of the way Lalon's interpretation of Hallaj's story also resonates with an embodied understanding of Tantric alchemy.

আল-হাল্লাজকে নিয়ে লেখা বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গবেষকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বই ছিল লুই মাসিনিওঁ (Louis Massignon)-এর *হোসেন ইব্ন মনসুর হাল্লাজের অনুরাগ* (*La passion de Husayn Ibn Mansûr Hallâj,* ১৯৭৫ [১৯২২])। এই ফরাসি ভাষার রচনা পরে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ হয়। তাতে হাল্লাজের জীবন ও মরমী ধর্মতত্ত্ব (theologie mystique) নিয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। পুরান ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, এই ধর্মতত্ত্বের কারণে হাল্লাজের শহীদত্ব ঘটেছিল ২৪শে জিলহজ ৩০৯ হিজরি / ২৭ মার্চ ৯২২ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাসিনিওঁ-র সম্পাদনায় হাল্লাজের কবিতার রচনা *কিতাব আত-তাওয়াসিন* (*Kitāb at-tawāsīn*) নামে প্রকাশিত হয়েছে। ম্যাসিনিওঁ-র ছাত্র ও বিখ্যাত ফারসি সুফিবাদের উপর পণ্ডিত আঁরি কর্বাঁ (Henri Corbin) হাল্লাজকে মুসলমান দর্শনের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের মধ্যে তাঁর অবস্থান নির্ণয় করেছেন (1964, 275-8)। আনমারি শিমেল (Annemarie Schimmel) উনার সুফিতত্ত্বের উপর যুগোপযোগী গবেষণায় (1975, 62-77) হাল্লাজের "প্রেম মরমীবাদ" ("love mysticism")-এর দিকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। এই তিন পণ্ডিতের সবাই হাল্লাজের সমসাময়িক লোকের ও শত্রুদের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লিখেছেন। তাঁরাও হাল্লাজের আরবি ভাষার কথা "আমি সত্য" (আনাল হক, anā'l Ḥaqq)-এর সামান্য পার্থক্য নিয়ে লিখেছেন। এই কথা শুধু সাধারণ বাক্য নয়, আল্লাহ্‌র একটি নামই। এই কারণে হাল্লাজের দর্শন নিয়ে "সর্বেশ্বরবাদ" ("pantheism") হিসেবে বিচার করা হয়েছে। আরো সম্প্রতি একজন দক্ষিণ এশিয়ার সুফিবাদের ও যোগ সাধনার উপর পণ্ডিত কার্ল এর্নস্ট (Carl Ernst) হাল্লাজের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন (হাল্লাজ ও এর্নস্ট 2018)।

কিন্তু আমেরিকান ও ইউরোপিয়ান পণ্ডিতেরা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে অনেক দূর হাল্লাজের চরিত্র আর এক রকমভাবে বিস্তার হয়েছে। তবে এই গবেষণারগ্রন্থগুলোর সাহায্যে এই রাহস্যিক চরিত্রের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ ও জীবন ও কালের উপরে অনেক আলো প্রকাশ পেয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় (বিশেষত বাংলাদেশে ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বা অন্য এলাকায়ও) হাল্লাজের শিক্ষার বিস্তার স্থানীয় লোকজন দ্বারা আঞ্চলিকভাবে যেরূপে ঘটেছে সে প্রসঙ্গে বাইরের গবেষকগণ খুব কম বোঝে ও জানে। শিমেল বিবৃত

করেছেন যে, হাল্লাজের জীবনচরিত্রে লেখা আছে যে এই মানুষ জীবন্ত কালে পার্সিয়া থেকে পূর্ব দিকে গিয়ে যেখানে এখন ভারতের গুজরাট রাষ্ট্র হয়ে উত্তরপশ্চিম ভারত পর্যন্ত ঘুরতে গিয়েছেন। যেমন-

> মক্কায় দ্বিতীয় বার হাজ্ করার সময়ে ওর সঙ্গে ৪০০ জন শিষ্য ছিল। তারপরে ৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে হাল্লাজ ভারতের দিকে নৌকা নিয়েছেন। তাঁর শত্রুরা ভেবেছিলেন যে এই ভ্রমণের লক্ষ্য জাদু শেখার জন্য এক রকম ইচ্ছাই, বিশেষভাবে দড়ির কৌশল আয়ত্ত করা। কিন্তু তিনি [হাল্লাজ] নিজের পরিবারকে বলেছেন যে, আল্লাহ-র দিকে কাফিরীকে ডাক দেওয়ার লক্ষ্য তাঁর ইচ্ছাই। (শিমেল 1975, 67)।[১]

এই ভ্রমণ আসলে হয়েছে বা হয়নি যা হোক, আস্তে আস্তে দক্ষিণ এশিয়ার সুফি মুর্শিদেরা ও তাঁদের পাড়াগুলোর মধ্যে হাল্লাজের বাণী গৃহীত হয়েছে। মধ্যযুগের সুফি পীরেরা পার্সিয়া থেকে জমির উপরে বা "মরাউক-ইউ" ("Mrauk-U" অর্থাৎ আরাকান, আজকে মিয়ানমারের এক অংশ) উপকূলীয় বাণিজ্য রুটে বঙ্গ দেশ এসেছে (দুবের ২০১৮, ইরানি ২০১৬, রয় ১৯৮৩)। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল কবি আমিরদ্দিনের রচিত *মনছুর হাল্লাজ ও সমছ তবরেজির কেচ্ছা* নামের পুথি, যা বাংলাদেশে হাল্লাজের বাণী বিস্তার হবার আরও প্রমাণ দেয়।

পরবর্তী শতাব্দীতে হাল্লাজের জীবনচরিত্র ফকির, দরবেশ ও বাউলদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছে ফকির লালন সাঁই (মৃ. ১৮৯০), এই কবি ও মহাসাধক তাঁর গানগুলোর মধ্যে হাল্লাজের নাম অন্তত দুই বার উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, লালন সাঁই সবচেয়ে বিখ্যাত বাউল বা বাঙালি বাউল-ফকির। তাঁর অনুসারী সংগীতশিল্পী ও সাধক-সাধিকা/ফকির-ফকিরানী অনেক রকম জাত বা ধর্ম থেকে আসে (যা হোক হিন্দু বা মুসুলমান বা অন্য জাত)। তাঁদের যুগল-সাধনের উভলিঙ্গের গুণ আছে ও মানবদেহের মধ্যে এই দুনিয়ার তত্ত্ব মিল করতে চেষ্টা করে (এই বিষয়ে এরমধ্যে অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে, যেমন— লোরেয়া ২০১৮, ২০১৬; ওপেনশা ২০০২; নাইট ২০১১; চক্রবর্তী ২০০১; ঝা ১৯৯৫; দাস ১৯৯২; কাপিয়াল ১৯৮৬; হ্যানসেন ২০১৮; ঘোষ ২০২০; উর্বান ১৯৯৯)। রক্ষণশীল হিন্দু ও মুসলমানেরা মাঝে মাঝে এই বাউল-ফকিরদের বাঙালি মানবতাবাদী ও জাতের উপরে রচিত বাণীর নিন্দা করে। কিন্তু, তাঁদের গোপন বা বাতিনী বাণীতে অনেক ধর্মীয় মর্ম ও সুফির ইতিহাস বহন করে (কান্ত ২০১৯)। "ফকির" এই শব্দটা আরবি ও পার্সিয়ান ভাষার, শব্দটির মর্ম ছিল "গরিব", আর বেশি কিছু না। সুফিদের মধ্যে দুনিয়ার বিপক্ষে আরেক রকম মর্মই। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে লালন এই "ফকির" শব্দটা পরিবর্তন করেছে। লালনের ভাষায়

১ "During a second pilgrimage to Mecca, 400 disciples accompanied him, and eventually, in 905, Ḥallāj took a boat to India. His enemies ascribed this journey to his desire to learn magic, specifically, the rope trick. But he told his family that his aim was to call the heathen to God..."

মনসুর হাল্লাজের জীবন ও কিংবদন্তি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে রচিত অলংকৃত তিনটি পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা

"ফকির" মানে হলো— যে বাউল-ফকিরি সাধনা জানে সেই মানুষ। অর্থাৎ শুধু যেজন দুঃখ বা দরিদ্রের অবস্থায় থাকে তা নয়, জীবনের রসের আনন্দিত স্বাদ ও আন্তরিক মর্ম জানে (বৈষ্ণব ভাষায় "রসিক" বলা যায়) সেই মানুষ।

শরিয়ত বা মারফত

যেমন উপরে লেখা হয়েছে, লালনের অন্তত দুটি গানের মধ্যে হাল্লাজের নাম খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথম গানটি হলো: "মুর্শিদের ঠাঁই নে না রে তার ভেদ বুঝে" (সলোমন ২০১৯, ৪৬৮-৭১; দাশ ও মহাপাত্র ১৯৫৮, নো: ২৫৯)। দ্বিতীয় গানটি হলো: "আমি কি তাই জানিলে সাধন সিদ্ধি হয়" (দাশ ও মহাপাত্র ১৯৫৮, নো: ২৫৫)। এই দ্বিতীয় গানে হাল্লাজের "আনাল হক" ("আমি সত্য" হিসেবে) ধর্মীয় কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দুটি গানের মূলে জাহের বা প্রকাশিত "ধর্মীয় আইন" (আরবি ভাষায় "শরিয়া", বাউল কথায় "শরিয়ত" বা "শরা")-এর এবং বাতিন বা গোপন মরমীয় জ্ঞান (আরবি ভাষায় "মারিফা", বাউল কথায় "মারফত")। সুফি ফকিরেরা মাঝে মাঝে বিশ্বাস করে যে-আসল জ্ঞান নবি মুহাম্মদ রাসুল (স.) পেয়েছেন সে হলো—মারফত।

বেশিরভাগ সুফি ফকিরেরা বিশ্বাস করে যে, মারফতের মরমীয় জ্ঞান পাওয়ার আগে প্রথমে শরিয়ার নিয়ম পালন করতে হয়। এই মতে মারফত হলো চারটি ক্রমের মধ্যে শেষের ক্রম। ক্রমগুলো হলো: শরিয়া (অর্থাৎ শরিয়ত), তরিকা (পথ), হাকিকা (সত্য) ও মারিফা (মারফত) (রায় ১৯৮৩, ৪৬)। কিন্তু বাউল-ফকিরদের মধ্যে শরিয়ার পালন করা দরকার নেই। তার উপরে প্রমাণ আছে যে লালন এই "শরিয়া" শব্দটা সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করেছেন, তার গানে "শরা" বা "শরিয়ত"-ই যুগল সাধনায় বীজ রক্ষণ করার অর্থে এক রকম "কোড শব্দ"। এই রকম যুগল সাধনার জন্য গোপন ভাষার ব্যবহার সম্ভবত তান্ত্রিক বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্যে প্রথমে উদ্ভূত হয়েছে (হেস ২০০০)।

যে কোনো ক্ষেত্রে প্রথম গানে মারেফতের ও শরিয়তের মাঝখানে আক্ষরিক দ্বৈতত্বের প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রথম গান: মুর্শিদের ঠাঁই নে না রে তার ভেদ বুঝে[২]

মুর্শিদের ঠাঁই নে না রে তার ভেদ বুঝে
এ দুনিয়ায় সিনায় সিনায়
কি ভেদ নবি বিলিয়েছে॥

সিনার ভেদ সিনায় সিনায়
সফিনারো ভেদ সফিনায়
যার যে দিকে মন গেলো ভাই
সে সে ভাবে দাঁড়িয়েছে॥

কুতর্কী আর কুস্বভাবী
তারে ভেদ বলে নাই নবি
ভেদের ঘরে দিয়ে চাবি
শরার মতে বুঝিয়েছে॥

নেক-তন বান্দারা যত
ভেদ পেলে আউলিয়া হতো
নাদানেরা শূল যাঁচিত [চাঁচিত?]
মনছুর তার সাবুদ আছে॥

তাফসীর হোসেনি[৩] যার নাম
তাই খুড়ে পায় মসনবি কালাম[৪]
ভেদ ইশারায় লিখা তামাম
লালন বলে নাই নিজে॥

ইংরেজি অনুবাদ (ক্যারোল সলোমন থেকে):

What message
did the Prophet pass on to this world
from one heart to another?
Find out from a murshid.

---

২ সলোমন ২০১৭, নং ১০৭; দাশ ও মহাপাত্র নং ২৫৯।

৩ তাফসীর হোসেনি—এই গ্রন্থটি জামি লিখেছেন যে (ই-মেল চিঠি), তাফসীর-ই হুসাইনি মূলত কোরানের উপরে ফারসি ভাষায় রচিত একটি ভাষ্য।

৪ মসনবি কালাম—জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমির একটি রচনা।

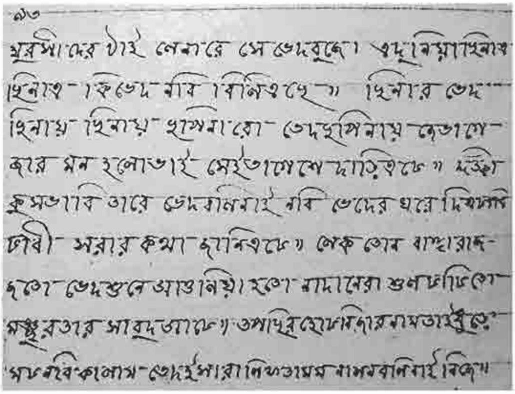

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে লালনের গান

লালনসংগীত পরিবেশনরত কিথ ই কান্ত

The heart's message is in hearts;
the Book's message, in the Book.
Whichever way your mind goes
that's where you end up.

The Prophet didn't tell the message
to sophists and wicked men.
He locked the message away
and taught Sharī'a to them.

If they had heard the message,
all those pious souls, servants of God,
would have been saints, for sure,
and impaled on the stake by morons,
as happened to Mansur.

Search the commentary called *Tafsīr Hosnī.*
You'll find the gist of the *Mathnawi.*
The whole message is written there in code.
These words are not Lālan's own.

সলোমন তাঁর অনুবাদের টীকাতে লালনের জাহের ও বাতিন জ্ঞানের উপরে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আরো লিখেছেন:

> লালন বলে যে নবি দুই রকম শিক্ষা এই দুনিয়ায় প্রকাশ করেছেন। একটা "সফিনায়" (বইতে) ও অন্যটা "সিনায়" (মনে, হৃদয়ে) খুঁজে পাওয়া যায়।

> প্রথমই শরিয়া (শরা বা শরিয়ত, ধর্মীয় আইন), সেটা জাহের (আরবি ও ফারসি ভাষায় *ẓāhir* থেকে, ইংরেজিতে "এক্সটেরিক," তার মানে সবার জন্য). দ্বিতীয় মারিফা (মারফত, মরমীয় জ্ঞান), সেটা বাতিন বা বাতুন (আরবি ও ফারসি ভাষায় *bāṭin* থেকে, ইংরেজিতে "এসোটেরিক," তার মানে গুপ্ত, রাহস্যিক, কম লোক পাবে মাত্র। যেমন লালন আর একটা গানে গায় (*লালন-গীতিকা* ২৬৩, [দিবারেতে থেকো সব রে বাহুসারি])- "জাহের কথা সব সফিনায়, গুপ্ত কথা দিলাম সিনায়, এমনি মত তোমরা সবায়, দিও প্রচারি।" (সলোমন ২০১৭, ৫২৫)

এই বাতিনের ও জাহের মাঝখানে দ্বৈতত্ব শুধু বাউল-ফকিরদের মধ্যে আছে তা নয়, এই দুই শব্দ ইসলামের অন্য ক্ষেত্রে আছে, যেমন ইসলামীয় এসোটেরিসিজম (মুসলমান বাতিনতত্ত্ব) (সেজেওইক ২০১৯; সাইফ ২০১৯)।

"আমি"-র অনুসন্ধান

উপরে দেখা যাচ্ছে যে, লালনের গানে সাধক বা সাধিকার একটাই লক্ষ্য জাহের শরিয়ার উপরে জ্ঞানের জন্য অনুসন্ধান। এই জ্ঞান মরমীয় উপলব্ধির উচ্চ ভাব নিতে সাহায্য করতে পারে। অনুসন্ধানের প্রভাবকই ব্যক্তিগত পরিচয়ের উপলব্ধি। অন্য শব্দে নিজের "আমি"। এই দ্বিতীয় লালনের গান এই তাৎপর্য আছে।

দ্বিতীয় গান: আমি কি তাই জানিলে সাধন সিদ্ধি হয়[৫]

আমি কি তাই জানিলে সাধন সিদ্ধি হয়
আমি কথার অর্থ ভারী
আমাতে আর আমি নাই॥

অনন্ত শহর বাজারে
আমি আমি শব্দ করে
আমার আমি চিন্তে নারে
বেদ পড়ি পাগলের প্রায়॥

মনছুর হাল্লাজ ফকির সে তো
বলেছিল আমি সত্য
সই পেলো সাঁইর আইন মত
শরায় কি তার মর্ম পায়॥

---

৫ আবু তালিব ১৯৬৮, ভাগ ১, নং ১০১; দাশ ও মহাপাত্র ২৫৫; কান্ত ২০১৯। এই গান প্রথম ঢাকায় সাধু হুমায়ুন ফকিরের গলা থেকে শুনে খাতায়ও লিখেছি।

কুম বেইজনি কুম বেয়াজনিল্লা
সাঁইর হুকুম দুই আমি হিল্লা
লালন বলে এ ভেদ খোলা
আছে রে মুর্শিদের ঠাঁয়॥[৬]

ইংরেজি অনুবাদে (কিথ ই কান্ত্র)

What am "I" - if that is known
then my striving will be complete.
The meaning of the word "I" is profound.
In me there is no more "I."

In the endless market of the city
they shout, "I, I!"
Not thinking about my own "I,"
I read scripture almost like a madman.

This Mansur Hallaj Fakir
had said, "I am the truth."
This is approved as the Lord's law,
but can its meaning be found in the in Shari'a?

"By my will, arise." "By God's will, arise."
The Lord's command
is that these two "I"-s be partners.
Lālan says this is riddle is revealed
at the teacher's abode."

এই গানে "আমি সত্য" এই কথাটা "শরায়" আছে কি না লালন জিজ্ঞেস করে। নিশ্চয় সাঁইর আইনে আছে কিন্তু শরিয়তে পাওয়া যায় কি না? তার উপরে যে সত্য নিজের সাথে সম্পর্ক সে আন্তরিক বিষয়টা নিয়ে আছে তার কথায়।

শেষের অন্তরে এই বিষয় নিয়ে আরো কথা আছে। একটা বাংলার লিপিতে আরবি ভাষার কথা আছে— "কুম বেইজনি কুম বেয়াজনিল্লা" (আরবি *qum bi'idhni* আর *qum bi'idhnillah*)। এই অদ্ভুত কথা নিয়ে লালনের উপর গবেষক তালিব লিখেছেন:

৬ *লালন-গীতিকায়* আর এক অন্তরা আছে, এই অন্তরা সাধু হুমায়ন ফকিরের গলায় শুনি নি তার জন্য নিজের খাতায় লিখি নি। *লালন-গীতিকার* মুদ্রিত অতিরিক্ত অন্তরাটি হলো:
"যখন না ছিল স্বর্গ মর্ত্য
তখন কেবল আমি সত্য
পরেতে হইল বর্ত
আমি হইতে তুমি কায়॥"

> "'কুম বে ইজনী' — আমার হুকুমে বেঁচে ওঠো
> 'কুম বে-ইজনিল্লাহ' আল্লাহর হুকুমে বেঁচে ওঠো
> এখানে কবি বলতে চান, আমার হুকুমে ও আল্লাহর হুকুমে কোন তফাৎ নেই। কারণ, ভক্ত যখন তার আমিত্বকে বিনাশ (ফানা) করে 'ওয়াহাদানিয়াৎ' অর্থাৎ আল্লাহর জাতে মিশিয়ে দিতে পারেন (বাকা) তখন দ্বিত্ব থাকে না" (আবূ তালিব ১৯৬৮ ভাগ ১, ৩৩৮)।

আবূ তালিবের ব্যাখ্যা সুফি মরমীয় দর্শনের কাছে ঠিক আছে। কিন্তু, লালনের এই ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিলো তা লিখেন নি উনি। ক্যারোল সলোমনও লিখেছেন যে, আবূ তালিব মাঝে মাঝে লালনের বিশেষ তত্ত্ব ইসলাম ধর্মের আরও কাছে আনতে চেয়েছেন (সলোমন ১৯৯২, ২৬৯)। মূল কথা হচ্ছে যে, লালনের কাছে 'ওয়াহাদানিয়াৎ' (আরবি *waḥdanīyāt*, অর্থাৎ ঐক্যের বিশেষ অনুভূতি) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুভূতি নেই। লালন "নির্বাণ (আল্লায় বা ঈশ্বরে সম্পূর্ণ লয়) প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, সম্পূর্ণ অদ্বৈত্ব হলে সাধক বা সাধিকা মিলনের আনন্দ অনুভব করতে পারে না।" (সলোমন ২০১৭, ১৭০) সলোমন এই বিষয়ের উপরে আরও লিখেন যে, যদি লালনের দৃষ্টিভঙ্গিতে অদ্বৈতের দর্শন দেখা যায় তাহলে এই দৃষ্টিতে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' (অর্থাৎ, যাতে পার্থক্য ও অপার্থক্য চিন্তা সম্ভব নয়)-এর মিল আছে (হোন্ডরেজ ২০১৫, ৩০৫-৩০৬)।

শেষের অন্তরার আর এক আকর্ষণপূর্ণ রহস্য আছে, যেভাবে বাঙালি সুফি পীর ও ফকিরদের মতে হাল্লাজের "আমি সত্য" (আনাল হক, anā'l Ḥaqq) সে কথার যেকোনো গর্ব আছে কি না। যুক্তি দিয়ে বলা যায় যে হাল্লাজ "হাল্লাজই সত্য" বলে প্রকাশ করেন নি কিন্তু, "আমি সত্য"। এই কারণে "আমি" (বা আরবি "আনা") এই শব্দের অর্থ আসলে কি? মাসিনিওঁ হাল্লাজের কবিতা 'তা সীন আল-আজল' ওর শিষ্য ওয়াসিতির হাতের লেখা বলে উল্লেখের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন যে,-

> ইবলিসের কথা "তার (=আদম) চাইতে আমি উত্তম", তার মানে যে ইবলিস নিজকে ছাড়া আর কোনো প্রেমিক (দিব্য ঐক্যের হিংসা) দেখতে পেত না। ফেরাউনের কথা "আমার ছাড়া অন্য ঈশ্বরত্বের শিক্ষা আমি তোমাদের দেইনি", তার মানে নিজের চাইতে তার প্রজাদের মধ্যে একজনকেও খুঁজে পেতেন না যার রয়েছিল সত্য-মিথ্যা বিচার করার ক্ষমতা। আর যখন আমি বলি যে "তোমরা তাঁকে না চিনতে পারলে, তাঁর চিহ্নগুলি চেনে নেও। আমিই তাঁর চিহ্ন। *আমি সত্য!*" তার মানে যে আমি চিরদিন সত্য বাস্তবায়ন করতে থেকেছি ও থাকব। সুতরাং ইবলিস ও ফেরাউন আমার বন্ধু ও আমার মালিক। তার ডানা খুলে (open wide) ইবলিসকে জাহানামে ফেলে দেওয়ার পরেও সে তার কথা ধরেই থাকল। তার কথা ধরে থেকেই, কোনো মাধ্যম না মেনে, ফেরাউন লোহিত সাগরে (Red Sea) ডুবে গেলো। আর আমি যদিও নিহত হয়েছি, যদিও ক্রুশবিদ্ধ হয়েছি,

যদিও আমার হাত ও পা কেটে দেওয়া হয়েছে, তবুও আমার কথা ধরে থাকবই। (মাসিনিওঁ ১৯৭৫ [১৯২২], ৩৭৫)[৭]

মাসিনিওঁ তারপরে লিখে যে ইবলিসের আমি ও ফেরাউনের আমি ও হাল্লাজের আমির মধ্যে সম্বন্ধ আছে। প্রত্যেকে "পরম ব্যক্তিত্বের দিব্য রহস্য" শ্রদ্ধা করে একটু পরে নিহত হয়েছিলেন। কেননা, হাল্লাজের শহীদত্ব ওর শিষ্যদের দ্বারা "তপস্যার জীবনের মুকুট অর্জন হিসেবে, যে মরমী তত্ত্ব তাদেরকে শিখিয়েছে তার পরম প্রতিপাদন" (মাসিনিওঁ ১৯৭৫ [১৯২২], ৩৭৪)।

আর এক রকম কথা হচ্ছে লালনের উপরের গানে এ দুইটি "আমি"-র সম্পর্ক। একটা ব্যাখ্যা হলো সাধক বা ফকির ও তার মুর্শিদ বা গুরু। এ কথার মধ্যে সামাজিক মর্ম, আধ্যাত্মিক মর্মও, যেমন বাউল-ফকিরের পাড়ায় আমরা "জয় গুরু" সালাম বা নমস্কার হিসেবে শুনতে পাব। লালনের অন্য গানগুলোতে আছে যে, শিষ্য ও গুরুর সম্পর্কই সাধকের সাধিকার সম্পর্ক স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। তার মানে যে মুর্শিদ বা গুরুই এই গানগুলোর মধ্যে আর এক যোগ সাধনার অর্থ আছে। উপরে গানে আমরা পড়ি যে এই দুটা "আমি" এক রকম "হিলা" বা "হিল্লা" বিয়েতে আছে, তার মানে এই দুই আমি একসাথে থাকে, কিন্তু বলা যায় যে স্বতন্ত্রাও থাকে। পূর্ণ বিয়ে বা পুরা মনের মিলন এ শরিয়ার বিয়েতে হয় না। এই দিকে আরও গবেষণা লাগবে। কিন্তু, আমার মনে হয় যে, সে কথা লালনের "অচিন্ত্যভেদাভেদ"-এর বিষয় নিয়ে আরও প্রমাণ দেয়; যেমন, কৃষ্ণ গোপীগণের সাথে প্রেম বা রতি করে পুরো বিয়ে করে না। কিন্তু গৌড়িয় বৈষ্ণব থেকে একটু উল্ট বা এলোমেলো। কারণ, পুরুষ বা কৃষ্ণই গুরু না হয়ে মহিলা বা রাধাই গুরু (এই বিষয় নিয়ে ট্রেসি কোলম্যানের গবেষণা দ্রষ্টব্য)।

যা হোক, হাল্লাজের মৃত্যুর পরে ওর শহীদত্ব বেশিরভাগ মুসলমান মাওলানাদের মধ্যে কোনো প্রশংসা পায় নি। তার উপরে হতে পারে বিভিন্ন মধ্যযুগের মুসলমান দেশে বেশি ভাবাবেশের বিপক্ষে সতর্কতাই ওর জীবনের উদাহরণ। পার্সিয়ান নীতিবিদ মিস্কওয়ে (Miskawayh, ৯৩২-১০৩০) গৌরব একটি পাপ হিসেবে সমালোচনা করেছে (মিস্কওয়ে ও জুরেক ১৪৩)। কিন্তু হাল্লাজের কথার মরমীয় ও রাহস্যিক তত্ত্ব সুফিদের মধ্যে জীবন্ত থাকতো। এই সুফি দরবেশ এবং কলন্দর ও ফকির পশ্চিম দিকে উত্তর আফ্রিকা গিয়ে তাদের ভাবনা আস্তে আস্তে ইউরোপে ঢুকেছে। কিন্তু পূর্ব দিকেও এই মানুষদের সাথে ভারত এবং আরাকান হয়ে বাংলাদেশেও হাল্লাজের কথা ঢুকে পড়েছে।

৭ "Quand Satan dit, « Je vaux mieux que lui (= Adam) », c'est qu'en effet, il ne voyait pas d'autre amoureux (jaloux de l'Unité divine) que lui-même. Quand Pharaon dit « Je ne vous ai pas enseigné d'autre divinité que *moi* », c'est qu'il ne connaissait personne, parmi son peuple, qui sût discerner le vrai d'avec le faux. Et moi, quand j'ai dit « Si vous ne Le connaissez pas, reconnaissez-Le à Ses signes, me voici Son signe! *Je suis la Vérité* » c'est je n'ai jamais cessé et ne cesserai jamais de réaliser la Vérité. — Or, mon ami et mon maître, ce sont Satan et Pharaon; Satan a été précipité, ailes déployées, en enfer, sans s'être rétracté; Pharaon a été englouti dans la mer Rouge, sans s'être rétracté, ni avoir jamais admis de médiateur; et moi, si j'ai été tué, crucifié, amputé des mains et des pieds, je ne me suis pas rétracté!"

এখানকার লালন ফকিরের গানগুলোর মধ্যে দেখা যায় যে, এই গভীর ঐতিহ্যের প্রভাব রয়েছে। যেমন উপরে লেখা হয়েছে। কিন্তু, লালন সুফিবাদের শরিয়তের মূল বাদ দিয়ে নিজের সাধনার আইন বা নিয়ম সে ক্ষেত্রে দিয়েছে।

হাল্লাজ ও আলকেমি

হাল্লাজের মৃত্যুই এক হাতে ইতিহাস, পরের হাতে আলকেমি বা রসের তত্ত্ব নিয়ে একটি গল্প। যেভাবে হাল্লাজের রচনা ব্যাখ্যা করা হয়েছে সে একটা অধ্যায়ে আলকেমির বা রাসশাস্ত্রীয় ও জাদুর ব্যাখ্যা নিয়ে লিখেছে ম্যাসিনিওঁ। রসশাস্ত্রীয় ভাগে এই পণ্ডিত মাসিনিওঁ বলেন যে, পরে চৌদ্দ শতকের আলকেমিস্ট জিলদকি (Jildakī) হাল্লাজের কবিতার উপরে ব্যাখ্যা দিয়েছে। সে কবিতার (কাসিদা, qasīda) কথা ছিল "আমার রক্ষকেরা রে! আমাকে মারো কারণ, আমার মৃত্যুই আমার জীবন হবে"। হাল্লাজের সে কথাও বায়েজিদ বোস্তামি (Bayazid Bastami), সোহরাওয়ার্দী (Suhrawardi), ইবনে আরাবী আর রুমি সবাই তাদের রচনা প্রশংসা করতে বলা হয়েছে। কিন্তু জিলদকি হাল্লাজের এই বাক্য "মহাকাজ" ("the Great Work")-এর একটা প্রযুক্তিগত বর্ণনা হিসেবে বিশ্বাস করেছে। তার উপরে যে হাল্লাজের অন্য কবিতাগুলো "পর্দা রূপকথা যে সাধককে দার্শনিকের পাথরের আবিষ্কারের দিকে পথ দেখায়" ছিল সেটা মনে করেছে জিলদকি (মাসিনিওঁ ১৯৭৫ [১৯২২], ৩৭০)।

লালন ফকির এই রসশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা নিয়ে হতে পারে হাল্লাজের উদাহরণ দিয়ে বা অনন্য মূল থেকে বুঝতে পেরেছেন। প্রমাণ হলো যে, লালনের কয়েকটা গানে (*লালন-গীতিকা* ৪৮, ৯০, ১৫৩) "পরশমণি" বা "পরশপাথর" বা "কষ্টিপাথর" নিয়ে গান গেয়েছে। ক্যারোল সলোমন লালনের গান "আছে দিন দুনিয়ায় অচিন মানুষ একজনা"-এর টিকায় "এই 'পরশমণি'ই মহিলার রূপান্তরকারী শক্তির জন্য রূপক। মৈথুন সাধিকার সাথে সাধক সিদ্ধ দেহ পায়, সে দেহের সোনারসহ তুলনা করা হয় ও বৃদ্ধ বয়সে শক্ত ও সুস্থ থাকে" (২০১৭, ৬৭)। হাল্লাজ বা জিলদকি হতে পারে লালনের "পরশমণি"-র যৌন ব্যাখ্যা নিয়ে এক মত ছিল না, লালনের দর্শন সে ক্ষেত্রে সম্ভবত বৌদ্ধ বা হিন্দু তান্ত্রিক রসবিদ্যা থেকে নিয়েছে (ওয়াইট ১৯৯৬, ২০০৬)। কিন্তু দেখা যায় যে হাল্লাজ এই "ফানা" শব্দের অর্থ প্রেমের আগুনে লয় হিসেবে লালনের মত দেখতে পারতো। সে লয়ের আলকেমির রূপান্তরের শারীরিক ব্যবস্থার কাছে মিল আছে। সে মরমীয় রূপক খ্রিষ্টান ও পরের অকুল্ট রচনায়ও খুঁজে পাওয়া যায় (রবার্টস ১৯৯৪, দ্যুরজেভিচ ২০১৪, গুনথের ২০১৪)।

এই প্রবন্ধে যে হাল্লাজের জীবনচরিত্র ও রচনার কথা বাঙালি সুফি দরবেশ ও বাউল-ফকিরদের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রচলিত ছিল সেটা প্রমাণ দিয়েছি। তার উপরে লালনের ক্ষেত্রে হাল্লাজের কথায় যোগ-সাধনা, তন্ত্র ও আলকেমিসহ মিল রয়েছে। "বাঙালি হাল্লাজ"-এর বিষয় নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা হলে আরও ঐতিহাসিক তথ্যের প্রকাশ করা

হবে। হাল্লাজের "আমি সত্য" কথা নিশ্চয়ই ইসলাম ধর্মের ইতিহাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে আবার লালনের গানগুলোর মধ্যে আরও অনেক বিশেষ ও গোপন অর্থ আছে। হাল্লাজের নিজেকে প্রশ্ন করার উদাহরণ নিয়ে সবার সত্যের অর্থ পৌছানো হোক।

[লেখকের কথা: এই প্রবন্ধে মনসুর হাল্লাজকে নিয়ে একটু লেখা হয়েছে। এই কথা প্রথমে আমার এম.এ. থিসিসে ছিল। এখানে তা *ভাবনগরের* জন্য নতুনভাবে বাংলা ভাষায় সম্পাদনা করে দিলাম। আশা করি যে, বাংলাদেশে যেমন অন্য দেশেও এই রাহস্যিক সুফি চরিত্রকে নিয়ে ভবিষ্যতে আরও আগ্রহ তৈরি হবে।- কিথ ই. কান্তু]

গ্রন্থপঞ্জি

চক্রবর্তী, সুধীর. ২০০১. *Bāul phakir kathā.* Kolkata: Loksaṃskṛti o ādibāsī saṃskṛti kendra.

কান্তু, কিথ Cantú, Keith. 2019. "Islamic Esotericism in the Bengali Bāul Songs of Lālan Fakir." *Correspondences* 7 (1): 109-65.

কান্তু, কিথ Cantú, Keith. 2015. *Theurgy and the Snake: The Yoga Kalandar and Bengali Sufism.* Saarbrücken, Germany: Lambert Academic Publishing.

Capwell, Charles. 1986. *The Music of the Bāuls of Bengal.* Kent, Ohio: Kent State University Press.

কর্বাঁ Corbin, Henry. 1964. *Histoire de la philosophie islamique.* Vol. I: Des origines jusqu'a la mort d'Averroës (1198). Bussière, Saint-Amand (Cher): Gallimard.

দাস Das, Rahul Peter. 1992. "Problematic Aspects of the Sexual Rituals of the Bāuls of Bengal." *Journal of the American Oriental Society* 112 (3): 388-432.

দাশ, মতিলাল ও পীযূশকান্তি মহাপাত্র, eds. 1958. *Lālan-Gītikā.* Calcutta: Calcutta University.

দ্যুরজেভিচ Djurdjevic, Gordan. 2014. *India and the Occult: The Influence of South Asian Spirituality on Modern Western Occultism.* New York: Palgrave Macmillan.

ঘোষ Ghosh, Ratul. 2020. "Locating 'Bāuldom' in the Word Bāul: A Postscript to the "Problematic Aspects of the Sexual Rituals of the Bauls of Bengal." *In Wege Durchs Labyrinth : Festschrift Zu Ehren von Rahul Peter Das,* edited by Carmen Brandt and Hans Harder, 109-140. CrossAsia E-Publishing.

গুনথের Gunther, J. Daniel. 2014. *Opus Alchymicum.* Austrialia: Collective 777 / Art Guild of Ordo Templi Orientis Australia.

হাল্লাজ ও এর্নস্ট Ḥallāj, al-Ḥusayn ibn Manṣūr, and Carl W. Ernst. 2018. *Hallaj: Poems of a Sufi Martyr.* Evanston, Illinois: Northwestern University Press.

হ্যানসেন Hanssen, Kristin. 2018. *Women, Religion and the Body in South Asia: Living with Bengali Bauls.* Routledge South Asian Religion Series 9. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

হেস Hayes, Glen. 2000. "The Necklace of Immortality: A Seventeenth-Century Vaiṣṇava-Sahajiyā Text." *In Tantra in Practice,* edited by David Gordon White, 308-26. Oxford: Princeton University Press.

হোল্ডরেজ Holdrege, Barbara A. 2015. *Bhakti and Embodiment: Fashioning Divine Bodies and Devotional Bodies in Kṛṣṇa Bhakti.* New York: Routledge.

দ্যুবের Hubert, Thibaut d'. 2018. *In the Shade of the Golden Palace: Alaol and Middle Bengali Poetics in Arakan.* New York: Oxford University Press.

ইরানি Irani, Ayesha. 2016. "The Prophetic Principle of Light and Love: Nūr Muḥammad in Early Bengali Literature." Edited by Wendy Doniger. *History of Religions* 55 (4): 391-428.

ঝা Jhā, Śakti Nāth. 1995. "Cāri-Candra Bhed: Use of the Four Moons." *In Mind, Body, and Society: Life and*

Mentality in Colonial Bengal, translated by Jeanne Openshaw. Calcutta: Oxford University Press.

নাইট Knight, Lisa I. 2011. *Contradictory Lives: Baul Women in India and Bangladesh.* New York: Oxford University Press.

লোরেয়া Lorea, Carola Erika. 2018. "Pregnant Males, Barren Mothers, and Religious Transvestism: Transcending Gender in the Songs and Practices of 'Heterodox' Bengali Lineages." *Asian Ethnology* 77 (1 & 2): 169-213.

লোরেয়া Lorea, Carola Erika. 2016. *Folklore, Religion and the Songs of a Bengali Madman: A Journey Between Performance and the Politics of Cultural Representation.* Leiden: Brill.

মাসিনিও Massignon, Louis. 1975. *La Passion de Husayn Ibn Mansûr Hallâj.* Four vols. Paris: Gallimard. First published 1922.

মিস্কওয়ে Miskawayh, Ahmad Ibn-Muhammad, and Costantine K. Zurayk. 2002. *The Refinement of Character =: Tahdhīb al-Akhlāq.* Chicago, Illinois: Great Books of the Islamic World. First published 1967-68.

ওপেনশা Openshaw, Jeanne. 2002. *Seeking Bāuls of Bengal.* University of Cambridge Oriental Publications 60. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press.

রবার্টস Roberts, Gareth G. 1994. *The Mirror of Alchemy: Alchemical Ideas and Images in Manuscripts and Books from Antiquity to the Seventeenth Century.* London: British Library.

রায় Roy, Asim. 1983. *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal.* New Delhi: Sterling Publishers.

সাইফ Saif, Liana. 2019. "What Is Islamic Esotericism." *Correspondences* 7 (1): 1-59.

সাইফ Saif, Liana. 2015. *The Arabic Influences on Early Modern Occult Philosophy.* Palgrave Historical Studies in Witchcraft and Magic. New York, NY: Palgrave Macmillan.

সলোমন Salomon, Carol. 2017. *City of Mirrors: Songs of Lālan Sā̃i.* Edited by Keith Cantú and Saymon Zakaria. South Asia Research. New York: Oxford University Press.

সলোমন Salomon, Carol. 2012. "On the Concept of Shariat in Baul Songs." *In Studies in Bengali Language, Literature and Culture* (1978-2009). Seattle: compiled by Richard Salomon.

সলোমন Salomon, Carol. 1995. "Bāul Songs." *In Religions in India in Practice,* edited by Donald Lopez, 187-208. Princeton, NJ: Princeton University Press.

সলোমন Salomon, Carol. 1991. "The Cosmogonic Riddles of Lālan Fakir." *In Gender, Genre and Power in South Asian Expressive Traditions,* edited by A Appadurai, F Korom, and M Mills, 267-304. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

শিমেল Schimmel, Annemarie. 1975. *Mystical Dimensions of Islam.* Chapel Hill: University of North Carolina Press.

সেজউইক Sedgwick, Mark. 2019. "Islamic and Western Esotericism." *Correspondences* 7 (1): 277-79.

তালিব, মুহম্মদ আবু. 1968. *Lālan Śāh o Lālan Gītikā.* 2 vols. Dhaka: Bangla Academy.

উর্বান Urban, Hugh. 1999. "The Politics of Madness: The Construction and Manipulation of the 'Baul' Image in Modern Bengal." *Journal of South Asian Studies* 22 (1): 13-46.

ওয়াইট White, David Gordon. 2006. *Kiss of the Yoginī: "Tantric Sex" in Its South Asian Contexts.* Chicago: University of Chicago Press.

ওয়াইট White, David Gordon. 1996. *The Alchemical Body: Siddha Traditions in Medieval India.* Chicago: University of Chicago Press.